দীর্ঘসময় ধরে অস্থিতিশীল হয়ে রয়েছে দেশের কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। নানা ইস্যুতে এগুলোয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। কোনো কোনোটিতে টানা আন্দোলন চলছে। উন্নয়ন প্রকল্পের টাকায় ছাত্রনেতাদের ভাগ দেওয়া, অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের মুখে একজন উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। আরেকজনকে পদত্যাগে আলটিমেটাম দিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা। টানা কয়েকদিনের আন্দোলনের মুখে গত সোমবার পদত্যাগে বাধ্য হন গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খোন্দকার নাসিরউদ্দিন। কথায় কথায় শিক্ষার্থীদের শোকজ ও বহিষ্কার করে দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন নাসিরউদ্দিন। তার বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারি, অনিয়ম, দুর্নীতি, অদক্ষতারও অভিযোগ ছিল। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্যেই তার বিষয়ে তদন্ত কমিটি করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা মেলায় তাকে অপসারণের সুপারিশ করে কমিটি। এর পর তিনি পদত্যাগ করেন।

এখনো আন্দোলন চলছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপাচার্যকে পদত্যাগের আলটিমেটাম দিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ছাড়াই একটি সান্ধ্যকোর্সে ছাত্রলীগ নেতাদের ভর্তি করা নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। এরই মধ্যে আবাসন সংকট নিরসনে উপাচার্যকে সময় বেঁধে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জয় হিন্দ' সমালোচনার পর এবার নিয়োগ নিয়ে উপ-উপাচার্যের ফোনালাপ ফাঁস। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমানকে। অস্থিরতা বিরাজ করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে কয়েক মাস ধরে নিয়মিত উপাচার্যই নেই। উপাচার্য ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর মেয়াদ শেষ হয় গত জুনে। উপাচার্যহীন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ও।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীলতা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেন, সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো যাতে আর না হয়, সেই চেষ্টা অব্যাহত আছে। সমস্যা নিরসনে আমরা সব সময় উপাচার্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি। ক্যাম্পাসগুলোয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য উপাচার্যদের বলা হয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালগুলোয় উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধান করবেন।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ বলেন, পাবলিক বিশ^বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এখন অন্যতম প্রধান বিষয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিবর্তনে সংশ্লিষ্টদের আরও মনোযোগী হতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, দলীয় শিক্ষকদের পদ দিয়ে হাতে রাখা, তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য নীতি, আদর্শ বা আত্মসম্মানবোধ থাকা শিক্ষকদের অনেকেই এখন আর উপাচার্য হতে চান না। শিক্ষক রাজনীতি হওয়া উচিত আদর্শভিত্তিক। কিন্তু তা হয়ে গেছে লোভের রাজনীতি এবং তার সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক জাহাঙ্গীরনগরে : উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা ছাত্রলীগের নেতাদের ভাগÑবাটোয়ারার অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এক মাসের বেশি সময় ধরে ক্যাম্পাসে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন চলছে। উপাচার্যের কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগের জেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কয়েক নেতা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন কোরবানির ঈদের আগে উপাচার্য তার বাসভবনে ছাত্রলীগকে ২ কোটি টাকা ঈদ সেলামি দিয়েছেন। তখন থেকেই আন্দোলন চলছে ক্যাম্পাসে।

গতকাল মঙ্গলবার উপাচার্যের পদত্যাগের আলটিমেটামের সময়সীমা শেষ হওয়ায় তাকে লাল কার্ড প্রদর্শন করেছেন আন্দোলনকারীরা। তারা আজ ও আগামীকাল ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ দিদার বলেন, ছয় বছর ধরে উপাচার্য বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম করেই যাচ্ছেন। ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালিয়ে ভারাক্রান্ত করে রেখেছেন। তার স্বেচ্ছায় চলে যাওয়া উচিত, না হলে যেতে বাধ্য করা হবে।

আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মুখপাত্র দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, আমরা সন্ত্রাসীর পৃষ্ঠপোষক ও মামলাবাজ উপাচার্য্য এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি 'লাল কার্ড' দেখিয়েছি। আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি দুর্নীতিবাজ উপাচার্যকে অপসারণের কর্মসূচি। জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বলেন, শাখা ছাত্রলীগের দুজন নেতা উপাচার্যের কাছ টাকা নেওয়ার কথা মিডিয়ার সামনেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এর পরও কী বলব উনি দুর্নীতি করেননি?

এ প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেন, প্রকল্পের অর্থ এখনো ছাড় হয়নি। তাই দুর্নীতির অভিযোগ অসত্য। অসত্যের কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। তাই উপাচার্যের পদত্যাগ ইস্যু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমিও চাই বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক।

নানা অভিযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে : নানা ইস্যুতে অস্থিরতা রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ডাকসু নির্বাচনের আগে ছাত্রলীগের বর্তমান ও সাবেক ৩৪ নেতাকে ছাত্রত্ব টিকিয়ে রাখতে নিয়মবহির্ভূতভাবে একটি সান্ধ্যকোর্সে ভর্তি করা হয়। ওই নেতাদের ৮ জন ডাকসু ও হল সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের পদত্যাগেরও দাবি উঠেছে। সোমবার এ দাবিতে উকিল নোটিশও দিয়েছেন একজন অভিভাবক।

ঢাবির হলগুলোয় শিক্ষার্থীদের গণরুমের কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে গতকাল এক সমাবেশ থেকে কর্তৃপক্ষকে ১৫ দিনের সময় দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। ডাকসুর সদস্য তানভীর হাসান সৈকতের ডাকা এ সমাবেশে একাত্মতা ঘোষণা করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল রাজু ভাস্কর্যের সামনে বিভিন্ন হলের গণরুমের শিক্ষার্থীরা এ সমাবেশ করেন।

'জয় হিন্দ'র পর ফোনালাপ ফাঁস : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আবদুস সোবহান সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্যের শেষে 'জয় হিন্দ' বলেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগে ছাত্র সংগঠনগুলো বিক্ষোভ করে ক্যাম্পাসে। উপাচার্যকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আলটিমেটাম দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্র সংগঠন। তীব্র সমালোচনার মধ্যে এ উক্তি সম্পর্কে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন উপাচার্য। এর রেশ না কাটতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী মো. জাকারিয়ার একটি ফোনালাপ ফাঁস হয়েছে। যেখানে একজনকে চাকরির জন্য লেনদেনের বিষয়ে কথোপকথন ছিল। সাদিয়া নামের একজনের সঙ্গে কথোপকথনে নূরুল হুদা নামে একজনকে চাকরি দেওয়া নিয়ে দরকষাকষি করতে শোনা গেছে উপ-উপাচার্যকে। এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় রাবি ক্যাম্পাসে।

পদত্যাগ করতে হয়েছে ইবির প্রক্টরকে : সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলামকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে সরকার সমর্থক এ ছাত্র সংগঠনের একাংশ। ৪০ লাখ টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদকের পদ নেওয়ার বিষয়ে অডিও ফাঁস হলে তাকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। এর পর তাকে কয়েক দফা ক্যাম্পাস থেকে ধাওয়া দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। এ ইস্যুতে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনটির দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। এদিকে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের আন্দোলনের মুখে ইবির প্রক্টর মাহবুবর রহমানকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন প্রক্টর নিয়োগ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

'রাজাকারের বাচ্চা' বলে বিদায় বরিশালের উপাচার্যের : গত মার্চে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। প্রথমে পরীক্ষার ফি কমানোসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছিলেন তারা। কিন্তু উপাচার্য ইনামুল হক আন্দোলনকারীদের 'রাজাকারের বাচ্চা' বলে গালমন্দ করলে আন্দোলন তার পদত্যাগের দাবিতে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত উপাচার্যকে বাধ্যতামূলকভাবে ছুটি নিয়ে মেয়াদ শেষ করতে হয়।